রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, জুলাই ৩, ২০১৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়

জাহাজ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৭ আষাঢ়, ১৪২০ বঙ্গাব্দ/০১ জুলাই, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

এস. আর. ও নং ২২৫-আইন/২০১৩।—Bangladesh Merchant Shipping Ordinance, 1983 (Ord. No. XXVI of 1983) এর Section 12 (4) (e) তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগ।—(১) এই বিধিমালা লেভী সংগ্রহ বিধিমালা, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই বিধিমালা বাংলাদেশের সমুদ্র বন্দরে আগত দেশী-বিদেশী সমুদ্রগামী সকল নৌ-বাণিজ্য জাহাজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২। সংজ্ঞা।—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই বিধিমালার—

(ক) "অধিদপ্তর" অর্থ সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর;

(খ) "কমিটি" অর্থ বিধি ৪ এর অধীন গঠিত লেভী তহবিল পরিচালনা কমিটি;

(গ) "জাহাজ" অর্থ দেশী অথবা বিদেশী পতাকাবাহী সমুদ্রগামী সকল নৌ-বাণিজ্যিক জাহাজ;

(ঘ) "জাহাজ মালিক" অর্থ জাহাজের কোন মালিক এবং উক্ত মালিকের যে কোন এজেন্ট বা প্রতিনিধি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(ঙ) "তহবিল" অর্থ এই বিধিমালার আওতায় সংগৃহীত লেভী নিয়ে বিধি ৩ এর অধীন গঠিত তহবিল;

মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

(চ) "দেশী জাহাজ" অর্থ অধ্যাদেশের Section 2 (3) তে সংজ্ঞায়িত জাহাজ ব্যতীত সমুদ্রগামী অন্যান্য নৌ-বাণিজ্য জাহাজ;

(ছ) "নাবিক" অর্থ অধ্যাদেশের Section 2 (45) এ উল্লিখিত Seaman;

(জ) "বিদেশী জাহাজ" অর্থ অধ্যাদেশের Section 2 (3) তে সংজ্ঞায়িত জাহাজ ব্যতীত সমুদ্রগামী অন্যান্য নৌ-বাণিজ্য জাহাজ;

(ঝ) "মহা-পরিচালক" অর্থ সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক;

(ঞ) "লেভী" অর্থ এই বিধিমালার অধীন আদায়কৃত অর্থ; এবং

(ট) "সমুদ্র পরিবহন অফিস" অর্থ অধ্যাদেশের Section 8 তে উল্লিখিত Shipping Office।

৩। **লেভী তহবিল।**—(১) এই বিধিমালার উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে লেভী তহবিল নামে একটি তহবিল গঠিত হইবে।

(২) তহবিলে বাংলাদেশের সমুদ্র বন্দরে আগত জাহাজ কর্তৃক প্রদত্ত লেভী জমা হইবে।

(৩) এই তহবিলের সকল অর্থ যে কোন তফসিলি ব্যাংকে 'লেভী তহবিল' শিরোনামে সঞ্চয়ী হিসাবে জমা রাখিতে হইবে।

(৪) লেভী বাবদ আদায়কৃত অর্থ হতে বিধি ৭(২) এর টেবিলে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করিতে হইবে।

(৫) তহবিলের পরিচালনা ও প্রশাসন বিধি ৪ এ বর্ণিত তহবিল পরিচালনা কমিটির উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং কমিটির সভাপতি ও সদস্য-সচিবের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হইতে তহবিলের অর্থ উত্তোলন এবং হিসাব পরিচালিত হইবে।

৪। তহবিল পরিচালনা কমিটি।—তহবিল পরিচালনার জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি তহবিল পরিচালনা কমিটি গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) মহাপরিচালক, সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের অন্যূন উপ-সচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা;

(গ) প্রিন্সিপাল অফিসার, নৌ-বাণিজ্য অধিদপ্তর;

(ঘ) বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তা;

(ঙ) বাংলাদেশ সমুদ্রগামী জাহাজ মালিক সমিতি কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;

(চ) বিদেশী জাহাজ মালিক সমিতি কর্তৃক মনোনীত একজন প্রতিনিধি;

(ছ) বাংলাদেশ সীম্যানস এসোসিয়েশন এর সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক;

(জ) সরকার কর্তৃক মনোনীত মেরিটাইম সেক্টরের ম্যানিং এর সাথে জড়িত একজন প্রতিনিধি; এবং

(ঝ) পরিচালক, নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

৫। **কমিটির সভা**।—(১) এই বিধিমালার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, কমিটি উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) কমিটির সভা, সভাপতির সম্মতিক্রমে উহার সদস্য-সচিব কর্তৃক আহূত হইবে এবং সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কমিটি প্রতি বৎসরে অন্যূন দুইবার সভা করিবে।

(৩) সভাপতি কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) সভাপতি ও সদস্য সচিবসহ ০৬ (ছয়) জন সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে।

(৫) সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের অধিকার থাকিবে।

৬। **লেভী সংগ্রহ, ইত্যাদি**।—(১) প্রত্যেক দেশী বা বিদেশী জাহাজ মালিক বিধি ৭ এ উল্লিখিত হারে তহবিলে লেভী প্রদান করিবেন।

(২) পরিচালক, নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর প্রত্যেক মাসে সংগৃহীত লেভীর হিসাব বিবরণী পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে একটি প্রতিবেদনসহ মহাপরিচালকের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৩) বাংলাদেশের সমুদ্র বন্দরে আগত সকল জাহাজ প্রতিবার বন্দরে আগমনকালীন সময়ে সমুদ্র পরিবহন অফিসে লেভী প্রদান করিয়া রশিদ গ্রহণ করিবেন এবং উক্ত জাহাজ বহির্গমন ছাড়পত্র গ্রহণের সময় উক্ত রশিদ প্রদর্শন করিবে।

(৪) লেভী জমাদানের রশিদ প্রদর্শন ব্যতীত নৌ-বাণিজ্য অধিদপ্তর বা সমুদ্র পরিবহন অফিস হইতে কোন জাহাজের বহির্গমন অনাপত্তি ছাড়পত্র বা No objection Certificate (NOC) প্রদান করা যাইবে না।

৭। **লেভীর হার ও বণ্টন**।—(১) প্রতিটি জাহাজ বাংলাদেশের বন্দরে প্রতিবার আগমনকালীন সময়ে ২০ (কুড়ি) ইউ, এস ডলার বা উহার সমপরিমাণ বাংলাদেশী মুদ্রা লেভী হিসেবে তহবিলে জমা প্রদান করিবে।

(২) প্রতি অর্থ বৎসরের ৩০ শে জুন তারিখ পর্যন্ত লেভী বাবদ আদায়কৃত অর্থ উক্ত বৎসরের ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নিম্নবর্ণিত টেবিলে উল্লিখিত খাতে নির্ধারিত হারে বণ্টন করিবে, যথা ঃ

টেবিল

ক্রমিক নং	খাত	নির্ধারিত হার
	(১)	(২)
(১)	সরকারি কোষাগার	১৫%
(২)	নাবিকদের কল্যাণ কাজে (নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর এর মাধ্যমে)	৭৫%
(৩)	দাপ্তরিক খরচ ও অন্যান্য ব্যয়	১০%

(৩) সরকারি কোষাগারের অনুকূলে বণ্টনকৃত অর্থ ব্যতীত অন্য খাতে বণ্টনকৃত অর্থ অনুদান হিসেবে বরাদ্দ করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৮। লেভী এর ব্যবহার, বাজেট প্রণয়ন ও হিসাব ইত্যাদি।—(১) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে তহবিল হইতে প্রাপ্ত অর্থ ব্যয় করা যাইবে, যথা ঃ—

(ক) বন্দরে আগত দেশী-বিদেশী জাহাজে কর্মরত বা কর্মবিহীন নাবিকদের চিকিৎসা, ট্রান্সপোর্ট সার্ভিস, চিত্তবিনোদন, সুবিধাসহ অন্যান্য নাবিক কল্যাণমূলক কাজে ;

(খ) নাবিকদের জন্য হাসপাতাল, হোস্টেল, কেন্টিন, লাইব্রেরী ইত্যাদি সুবিধা স্থাপন বা উন্নয়ন কাজে ;

(গ) নাবিকদের শিক্ষা সহায়তা কাজে ;

(ঘ) অসুস্থ ও দুঃস্থ নাবিকদের সহায়তা প্রদান ; এবং

(ঙ) কমিটির নিকট গ্রহণযোগ্য নাবিক কল্যাণমূলক অন্যান্য কাজে।

(২) কমিটি উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রতি অর্থ বৎসরের প্রথম তিন মাসের মধ্যে পরবর্তী অর্থ বছরের জন্য প্রাক্কলিত বাজেট প্রণয়ন করিবে এবং উহাতে কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে তাহার উল্লেখ থাকিবে।

৯। তহবিল হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা।—(১) কমিটির সদস্য-সচিব যথাযথভাবে তহবিলের হিসাব রক্ষণ করিবেন এবং প্রত্যেক মাসে সংগৃহীত লেভীর হিসাব বিবরণী পরবর্তী প্রত্যেক মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে প্রতিবেদনসহ সরকার ও মহাপরিচালকের নিকট প্রেরণ করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অত:পর মহা-হিসাব নিরীক্ষক নামে অভিহিত, প্রতিবৎসর তহবিলের হিসাব নিরীক্ষা করিবে এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও মহা-পরিচালকের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর বিধান সত্বেও কমিটির সদস্য-সচিব Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P.O. No. 2 of 1973) এর অধিনে নিবন্ধিত কোন Chartered Accountant ফার্ম বা প্রতিষ্ঠান দ্বারা উহার বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষা ও নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুত করাইবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন কমিটির নিকট পেশ করিবেন।

১০। প্রতিবেদন।—(১) লেভীর মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থের জমা এবং খরচের বি[illegible] উল্লেখপূর্বক সদস্য-সচিব পরবর্তী বৎসরের বরাদ্দের নিমিত্ত ৩০ সেপ্টেম্বর তারিখের মধ্যে খাতওয়ারী প্রাক্কলন কমিটির নিকট পেশ করিবেন এবং কমিটি উহার মতামত বা সুপারিশসহ উক্ত প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(২) সরকার প্রয়োজনবোধে, কমিটির নিকট হইতে যে কোন বিষয়ের উপর প্রতিবেদন এবং বিবরণী আহ্বান করিতে পারিবে এবং কমিটি উহা সরকারের নিকট সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম
সচিব।

ড. মোঃ আলী আকবর (উপ সচিব), উপ পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ সচিব), উপ পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd